

আচমন বধিঃ

আচমন প্রক্রিয়াঃ

কোন শুভ কাজেরে শুরু তে আচমন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। “দহে-মন শুদ্ধ না থাকলে আধ্যাত্মিক সাধনেরে যোগ্যতা হয় না। অন্যভাবে, দহে-মন শুদ্ধ করে নিয়ে তবে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হতে হয়। আচমনেরে মুখ্য উদ্দেশ্য দহে-মন শুদ্ধ করা।

বিশ্বস্মরণ দহে-মনশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।... আবার আচমন পূজককে পূজার লক্ষ্য সর্বব্যাপক অখণ্ড-চৈতন্য পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হওয়ার কথাও পরোক্ষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।” (পূজাবিজ্ঞান, পৃ. ১৯) © মন্ত্র শিক্ষা-“পুরোহিতী দর্পণ” এই কারণে সনাতনী হিন্দুরা যেকোনো পবিত্র কাজ, তা সবে পূজাই হোক বা অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানই হোক, তা শুরু করার আগে আচমন করে থাকেন। © মন্ত্র শিক্ষা-“পুরোহিতী দর্পণ”

প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পবিদেম্বু বীক্ষতিম্।। সম্বৃত্যঙ্গুষ্ঠমূলনে দ্বিঃ প্রমুজ্যাত্ততো মুখম্।। সংহত্য তসিভিঃ পূর্ব্বমাস্যমবেমুপস্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠনে প্রদশেন্য়ি ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্।। অঙ্গুষ্ঠানামকিাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রপুনঃ পুনঃ। বাভিঃ কনষ্টিাঙ্গুষ্ঠনে হৃদয়ন্তু তলনে বটৈ।। সর্ব্বাভসিতু শভিঃ পশ্চাদ্বাহু চাগ্রণে সংস্পৃশেৎ। এবং কৃৎবা পয়ঃ পীত্বা বিশ্বিণুং স্মৃৎবা শুচিভবৎ।। ইতি স্মৃতিঃ।।

দুই পা এবং দুই হাত ধুইয়া, হস্তে মাষপরিমাণ জল লইয়া তাহা দর্শন করতঃ তন্বিবার পান করবি, পরে দুই হাত ধুইয়া ফলেয়া মস্তকে ও পদে জলেরে ছটি দবি, দক্ষিণ হস্তেরে বাঁকান অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জন করবি। © মন্ত্র শিক্ষা-“পুরোহিতী দর্পণ” অন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই তনি অঙ্গুলি মলিত করিয়া মুখ স্পর্শ করবি, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামকিা অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও তৎপরে কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করবি। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনষ্টিাঙ্গুলি মলিনে নাভিশে এবং হস্ততল দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করতঃ; বিশ্বস্মরণপূর্ব্বক শুচি হইবে।

গোকর্ণাকৃতিহিস্তনে মাষমগ্নং জলং পবিৎ।

তন্মুণমধকিং বাপি পবিচ্চদেবুধরিন্তু তৎ।।

হাতেরে তলো গরুর কাণেরে ন্যায় করিয়া, একটি মাষকলাই ডুবতিে পারে, এতটুকু পরিমাণ জল লইয়া আচমনেরে সময় তাহাই পান করবি, তন্বিবার তনি অঞ্জলি ততটুকু জল লইতে হয়। তাহার অধিক বা অল্প জল পান করলি, শোণতিপানেরে ফল হয়। © মন্ত্র শিক্ষা-“পুরোহিতী দর্পণ”

অঙ্গুল্যগ্রে তীর্থং দ্বহেং স্বল্পাঙ্গুল্যয়োর্মূলে কায়ম্।

মধ্যহেঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোঃ পতৈরং মূলে অঙ্গুষ্ঠস্য ব্রাহ্মম্।। ইত্যমরঃ।।

সমস্ত অঙ্গুলিরি অগ্রভাগকে দ্বৈতীর্থ বলে। কনষ্টিা ও অনামকিার মূলদেশকে কায়তীর্থ বলে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশকে পতৈরতীর্থ এবং বৃধাঙ্গুলিরি মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে। আচমন সময়ে এই ব্রাহ্মতীর্থে জল লইয়া আচমন করতিে হয়। © মন্ত্র শিক্ষা-“পুরোহিতী দর্পণ”। বৃধাঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠ, তৎপরে অঙ্গুলিকে ক্রমে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামকিা ও কনষ্টিা বলে।

আচমনেরে দুটি অংশ। প্রথমটি মূল আচমন প্রক্রিয়া, দ্বিতীয়টি তার আনুষঙ্গিক

বষ্টিগুস্মরণ। আচমন প্রক্রিয়াটি ঔঁ-কারযুক্ত শুদ্ধ বষ্টিগু নাম উচ্চারণ-সহ কয়েকটি প্রতীকী ক্রিয়া। বষ্টিগুস্মরণের সময় আমরা সাধারণত যমন্ত্রটি উচ্চারণ করি, সট্টে হি।

ঔঁ তদ্বষ্টিগোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তিসূরযঃ দর্শিব চক্ষুরাততম্। ১ [অর্থ ---
----- ধার্মিকি জ্ঞানীরা দ্যুলোকেরে বিশাল চক্ষু সূর্যাদিন্যায় সর্বব্যাপক
পরমাত্মার সেই পরম পদ সন্দর্শন করেন। ---ভাবার্থ ----- প্রাণী যমেন সূর্যেরে
সাহায্যে শুদ্ধনতের দ্বারা মূর্ত্তমিন পদার্থকে দর্শন করে ধার্মিকি বদ্বানরো
শুদ্ধ জ্ঞাননতের দ্বারা তমেনই নিজেরে মধ্যে পরমাত্মার পরমপদ মোক্ষকে
সন্দর্শন করেন।]

ঔঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা।

যঃ স্মরণে পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ।। ২

মন্ত্রটির বাংলা অর্থ।

আকাশেরে সূর্যেরে মতো সর্বত্র প্রকাশমান, বদে ও অন্যান্য শাস্ত্রেরে প্রসিদ্ধ,
পরম তত্ত্ব জ্ঞানীগণ সর্বদা দর্শন করেন। ১

বাহ্য শরীর ও শরীরের অভ্যন্তরে স্থিতি মনের কোনো একটি বা দুটাই যদি অপবিত্র
হয়, তবে পদমলোচন শ্রীবষ্টিগুকে স্মরণ করা মাত্রই বাহ্য ও অন্তরে শুদ্ধ হওয়া
যায়। ২ © মন্ত্র শিক্ষা-"পুরোহিত দর্পণ"

"কর্মেরে (পূজা) সূচনায় সাধকও প্রার্থনা করছেন। জ্ঞাননতেরে তিনি যমেন বষ্টিগুকে
দর্শন করতে পারেন, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন ; কর্মেরে উদ্দেশ্য সাধনে
তিনি যমেন সক্ষম হন।"

কটে কটে বষ্টিগুস্মরণ মন্ত্রেরে সঙগে আরও দুটি পংক্তি জুড়ে দনে।

ঔঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।

স্মরণতি সাধবঃ সর্ববে সর্বকার্যেষু মাধব।।

মন্ত্রেরে অর্থ।

সাধুব্যক্তিরে বাক্যে মাধব (বষ্টিগু) ও হৃদয়ে মাধব। তাঁরা সকল কাজেই মাধবকে
স্মরণ করে থাকেন।

ঔঁ বষ্টিগু ঔঁ বষ্টিগু ঔঁ বষ্টিগু।

তান্তরিকি আচমনঃ

ঔঁ আত্মতত্ত্বায়

স্বাহা। ঔঁ বদ্বিষাতত্ত্বায় স্বাহা। ঔঁ শবিতত্ত্বায় স্বাহা।

ক্রমে এই তিনি মন্ত্রেরে তনিবার জলপান করিয়া আচমন করবিলে।

স্বস্তিবাচন।

পরে গন্ধপুস্পাদি দ্বারা ব্রাহ্মণত্রয়েরে পূজা করিয়া তাহাদগিরে হস্তে তণ্ডুল
প্রদানান্তর করযোড়ে পাঠ করবিলে।

"ঔঁ কর্ত্তব্যহেস্মিনি অমুককর্ম্মণি - ঔঁ পুণ্যাহং ভবন্তোব্রুবন্তু।" - ইহা
তনিবার পাঠ করবিলে।

ব্রাহ্মণগণও নিজ নিজ হস্তস্থিতি আতপ চাউল পরিত্যাগ করতি করতি তনিবার পাঠ
করবিলে -

ঔঁ পুণ্যাহং ঔঁ পুণ্যাহং ঔঁ পুণ্যাহম্।

"ঔঁ কর্ত্তব্যহেস্মিনি অমুককর্ম্মণি - ঔঁ স্বস্তি ভবন্তোব্রুবন্তু।" - ইহা তনিবার
পাঠ করলিলে পূর্ববৎ আতপ চাউল বকীরণ করতি করতি ব্রাহ্মণগণ তনিবার পাঠ
করবিলে - ঔঁ স্বস্তি ঔঁ স্বস্তি ঔঁ স্বস্তি।

"ঔঁ কর্ত্তব্যহেস্মিনি অমুককর্ম্মণি - ঔঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" - ইহা

"ঔঁ কর্ত্তব্যহেস্মিনি অমুককর্ম্মণি - ঔঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" - ইহা

পূর্ববৎ তনিবার পাঠ করলি ব্রাহ্মণগণ হস্তস্থতি চাউল পরতিয়াগ করতি করতি পাঠ করবিনে -

ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং। অনন্তর স্ববদোক্ত স্বস্তবিচন পাঠপূর্বক আতপ তণ্ডুল নক্ষিপে করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করবি, যথা -

"ওঁ কর্তব্যহেস্মিন্ অমুককর্মণি - ওঁ ঋধ্যং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" ইহা পূর্ববৎ তনিবার পাঠ করলি ব্রাহ্মণগণ হস্তস্থতি চাউল বকীর্ণ করতি করতি পাঠ করবিনে - ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাম্। অনন্তর স্ববদোক্ত স্বস্তবিচন পাঠপূর্বক আতপ তণ্ডুল নক্ষিপে করিয়া এই মন্ত্রপাঠ করবি, যথা -

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যতে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দক্িপতিরভুমরিকাসং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমহি সন্নধিমি।। ওঁ তৎসং অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।।

স্ত্রী হইলে "নমো নমঃ" মাত্র বলবি, পুরোহিতী মন্ত্র পাঠ করবিনে। যৎ ক্রিয়াজন্য স্বস্তবিচন, "অমুক কর্মণি" স্থলে তাহার নাম উল্লেখ করবি। এই স্বস্তবিচন ত্রিবিদীয়রোহি করতি পারনে। বদোক্ত বিশেষ স্বস্তবিচন মন্ত্র পৃথক লিখিত হইল। © মন্ত্র শিক্ষা - "পুরোহিতী দর্পণ"

সামবদীয়-স্বস্তবিচন।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নমিন্ বারভামহে। আদতিযং বষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্।। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।।

যজুর্বদীয়-স্বস্তবিচন।

ওঁ স্বস্তি ইন্দ্রো বৃধশ্রবাঃ স্বস্ত্যনিঃ পুষা বশ্বিদোঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যযো অরষ্টিনমেঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতিদধাতু।। ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, ওঁ প্রয়িাণাং ত্বা প্রয়িপতিং হবামহে, ওঁ নধীনাং ত্বা নধিপতিং হবামহে, বসো মম। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।।

ঋগবদীয়-স্বস্তবিচন।

ওঁ স্বস্তিনো মমীতামশ্বনি ভগঃ স্বস্তি দিব্যদতিরিনরবণঃ। স্বস্তি পুষা অসুর দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচতেনা।। ওঁ স্বন্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহে সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ববগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ে, আদতিয়াসো ভবন্তু নঃ। ওঁ বশ্বিদে দবো নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দবো অবন্তভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রবেতি স্বস্তি ইন্দ্রশ্চাগ্নশ্চ স্বস্তিনো অদতি কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থামনু চরমে সূর্য্যচন্দ্রমসাববি পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সং গমমেহি। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্যমরষ্টিনমেঃ, মহদ্ভুতং বায়সং দবেতানাম্। অসুরগ্ন- মন্দ্রসখং সমংসু বৃহদ্যশো নাবমবি রুহমে।। ওঁ অংহো মুচমাঙ্গরিসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রয়ে মনসা চ তার্ক্যং প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সংবাধসেবভয়ং নো অস্তু।। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।।

তান্ত্রিক-স্বস্তবিচন।

হ্রীং হ্রীং স্বস্তি নিঃ কাত্যায়নী হ্রুং অপর্ণাশ্রবা হ্রুং স্বস্তি নিঃ কালী হ্রুং মধোমতময়ী হ্রীং স্বস্তি নিঃ প্রত্যঙ্গরি দবেতা দধাতু হ্রীং স্বস্তি হ্রীং স্বস্তি হ্রীং স্বস্তি।।

তান্ত্রিক স্বস্তিসূক্তম্।

ওঁ সর্ব্বশ্চ দবেশ্চ বভীতকঞ্চ

প্রভঞ্জতাং মরুঃ সুবর্ণদায়ী।

কালোধ মা মা সচন্দ্রিয়াং শ্রিয়ো

ববিকিতরাগাশ্চ পুনর্ভবায় বটৈ।।

তদ্বঞ্চিতোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ।

দবীব চক্ষুরাততম্।।

অর্থ ----- ধার্মকি জ্ঞানীরা দ্যুলোকে বশিাল চক্ষু সূর্যাদিন্যায় সর্বব্যাপক
পরমাত্মার সেই পরম পদ সন্দর্শন করেন।

ভাবার্থ ----- প্রাণী যমেন সূর্যরে সাহায্যে শুদ্ধনতের দ্বারা মূর্ত্তমিন পদার্থকে
দর্শন করে ধার্মকি বদ্বানরো শুদ্ধ জ্ঞাননতের দ্বারা তমেনই নজিরে মধ্যে
পরমাত্মার পরমপদ মোক্ষকে সন্দর্শন করেন।

